ইয়ুথ অলিম্পিকে সিন্ড্রেলা

বঙ্গ টিটি–র উঠতি মুখ সিন্ড্রেলা দাসের জন্য সুখবর। চলতি বছরে সেনেগালে হবে ইয়ুথ অলিম্পিক। এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার জন্য নির্বাচিত হয়েছে সিন্ড্রেলা। খেলবে মিক্সড ডাবলস এবং সিঙ্গলসে। উল্লেখ্য, আসন্ন এশিয়ান গেমসের দলেও আছে সিন্ড্রেলা।

খেলার খুচরো

পাকাপাকি বাসিন্দা হার্দিক

বেঙ্গালুরুতে পাকাপাকি ভাবে থাকার সিদ্ধান্ত নিলেন ভারতের তারকা অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়া। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সেন্টার অফ এক্সেলেন্সেই তিনি ট্রেনিং করবেন। একমাত্র চোট থেকে সেরে উঠতে রিহ্যাবের জন্যই ভারতীয় ক্রিকেটাররা এই সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে যান। হার্দিক সিওই–র কাছে বাড়িও ভাড়া নিয়েছেন।

আগেই যাবেন গিলরা

ভারত–ইংল্যান্ড পাঁচ ম্যাচের টি২০ সিরিজ শুরু হচ্ছে আজ থেকে। তারপর ১৪ জুলাই থেকে শুরু হবে তিন ম্যাচের একদিনের সিরিজ। সূত্রের খবর, ভারতের একদিনের দলের অধিনায়ক শুভমান গিল এবং দলের অন্যতম তারকা লোকেশ রাহুল সিরিজের প্রস্তুতির জন্য অনেক আগেই ইংল্যান্ড পৌঁছোবেন।

প্রস্তুতি শুরু মহমেডানের

কলকাতা লিগের প্রস্তুতিতে নামল মহমেডান স্পোর্টিং। মঙ্গলবার ক্লাবের মাঠে অনুশীলনে ইসরাফিল দেওয়ান, ফারদিন আলি মোল্লা, মহীতোষ রায়–সহ ১৮ ফুটবলার উপস্থিত ছিলেন। কোচ মেহরাজউদ্দিনের ওপরই ভরসা রাখছে সাদা–কালো ব্রিগেড। তিনি বুধবার শিবিরে যোগ দেবেন বলে খবর।

সিএলটি টিটি ২৫ জুলাই

৪৭তম সিএলটি টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ শুরু হবে ২৫ জুলাই। শহরের অত্যন্ত জনপ্রিয় এই প্রতিযোগিতা চলবে ২৮ জুলাই পর্যন্ত। অনূর্ধ্ব ৯, ১১, ১৩ ও ১৫ বিভাগে অংশ নেবে ছেলে ও মেয়েরা। সিএলটি টিটি–র আয়োজকরা জানিয়েছেন, আগ্রহী প্রতিযোগীরা নাম জমা দিতে পারবে ১৮ জুলাইয়ের মধ্যে।

উইলিয়ামস বোনদের স্বপ্ন শুরু পাম বিচেই

রাজর্ষি গাঙ্গুলি

মায়ামি

৩০ জুন: প্রথমে ভেবেছিলাম উবরে যাব। কিন্তু ৮০ মাইল যেতে যা ভাড়া দেখাল, তাতে কার্ডে বা ক্যাশে পেমেন্ট করা অসম্ভব। আবার পাবলিক ট্রান্সপোর্টে যাওয়া অনেক সমস্যার। সময় সাপেক্ষ। শেষ পর্যন্ত মুশকিল আসানের ভূমিকায় ফিফা। পাম বিচ গার্ডেনেই অনুশীলন করছে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর পর্তুগাল। ফিফার বাসেই যাওয়া গেল সেখানে।

ফ্লোরিডার শান্ত এই মহল্লায় অসংখ্য পাম গাছের পাতায় দোলা দিয়ে যাচ্ছে সমুদ্রের হাওয়া। রয়্যাল পামের ছায়াঘেরা পিচঢালা মসৃণ রাস্তা, সমান করে ঘাস ছাঁটা লন আর গল্ফ কোর্স। সঙ্গে বেশ কিছু টেনিস কোর্ট। তবে যে বিশেষ টেনিস অ্যাকাডেমির খোঁজ করছি, সেই রিক ম্যাকি টেনিস অ্যাকাডেমি ঠিকানা বদলেছে। চলে গেছে মিনিট পঁচিশেক দূরের বোকা রাটোনে। এই অ্যাকাডেমি যখন পাম বিচ গার্ডেনে ছিল, সেখানে স্বপ্ন দেখেছিলেন এক বাবা এবং তাঁর দুই টেনিস–কন্যা। যে দু'জন পরবর্তীতে বিশ্ব টেনিসকে শাসন করেছেন দীর্ঘ সময়।

সেরেনা এবং ভেনাস উইলিয়ামস। সেরেনার ঝুলিতে ২৩টি সিঙ্গলস গ্র্যান্ড স্লাম খেতাব। ওপেন এরায় সর্বোচ্চ। দিদি ভেনাসের সঙ্গে জুটি বেঁধে ডাবলসে ১৪টি গ্র্যান্ড স্লাম খেতাব। তিনিই বিশ্বের সর্বকালের সর্বোচ্চ উপার্জনকারী মহিলা অ্যাথলিট। সম্প্রতি অবসর ভেঙে টেনিস কোর্টে ফিরেছেন ৪৪ বছরের আমেরিকান টেনিস মহাতারকা। সেরেনার থেকে খুব একটা পিছিয়ে নেই দিদি ভেনাসও। ডাবলসের পাশাপাশি সিঙ্গলসে জিতেছেন পাঁচটি উইম্বলডন এবং দুটি ইউএস ওপেন।

উইলিয়ামস বোনেদের সাফল্যের সব তথ্যই তো আপনাদের মুখস্থ। চলুন তার চেয়ে বরং দুটো বাচ্চা মেয়ে আর তাদের বাবার গল্প বলি। মিশিগানে জন্ম হলেও ভেনাস এবং সেরেনার ছোটবেলাতেই ক্যালিফোর্নিয়ার কম্পটনে নিয়ে আসেন বাবা রিচার্ড। তাঁদের মা ওরাসিন প্রাইসের বারণ না শুনেই। সেখানেই বাবার কাছে টেনিসে হাতেখড়ি। সেরেনা তখন মাত্র ৪। সেখানে দিনরাত দুই মেয়েকে নিয়ে কোর্টে পড়ে থাকতেন রিচার্ড। কম্পটন তখন অপরাধীদের স্বর্গরাজ্য। কোর্টের অধিকার নিয়ে রিচার্ডের সঙ্গে অপরাধীর গ্যাঙের মারপিট পর্যন্ত হয়। পাঁজরের হাড় ভাঙে রিচার্ডের। তাও হাল ছাড়েননি।

১৯৯১–এ কম্পটন থেকে দুই মেয়েকে নিয়ে ফ্লোরিডায় এলেন রিচার্ড। তাঁর এই সিদ্ধান্তই বিশ্ব টেনিসকে উপহার দিল দুই কিংবদন্তিকে। এই পাম বিচ এলাকায় তখন টেনিস প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন রিক ম্যাকি। শুরুতেই বুঝে যান দুই বোনের প্রতিভা। সেই স্মৃতিচারণায় ম্যাকির পর্যবেক্ষণ, 'দুই বোনের মধ্যে প্রথম থেকেই ছিল কিছু করে দেখানোর তাগিদ। ওদের বাবা সারাদিন আমার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পড়ে থাকত। নতুন বল দিতে দিত না সেরেনাদের। যাতে পুরোনো বলে খেলতে ওদের বেশি পরিশ্রম করতে হয়। কোর্টের পিছনে বিয়ারের বোতল ভেঙে কাঁচ ছড়িয়ে দিত। যাতে ওরা বুঝতে পারে, কতটুকুর মধ্যে ওদের খেলতে হবে।'

ম্যাকি এবং রিচার্ড এই সমুদ্রের হাওয়া, পাম গাছের শান্ত পরিবেশেই তৈরি করেন দুই নক্ষত্রকে। তখন এই মাঠের পাশ দিয়ে যাওয়া মানুষ সারাক্ষণ শুনত কোর্টে টেনিস বলের শব্দ। মেয়েদের জন্য এই পাম বিচেই বিশাল জমি–সহ বাড়ি কেনেন রিচার্ড। তৈরি করেন টেনিস কোর্ট। পেশাদার টেনিসে ভেনাস পা রাখেন ১৯৯৪–এ। সেরেনা পরের বছর। তার আগে তাদের জুনিয়র টেনিসে খেলতে দেননি রিচার্ড। ভয় ছিল এই বয়সে জুনিয়রে সাফল্য এলে মাথা ঘুরে যেতে পারে। ১৯৯৮–এর অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে ভেনাস ১৭ বছর বয়সে নেমেছিলেন ১৬ বছরের সেরেনার বিরুদ্ধে। বাকিটা ইতিহাস।

সাউথ ফ্লোরিডা এখন টেনিস হাব। প্রচুর নামজাদা টেনিস তারকা এই এলাকার আবহাওয়ার জন্য এখানে অনুশীলন করতে আসেন। ফ্লোরিডার যে এলাকা তাঁকে সব উজাড় করে দিয়েছে, তাকে ছেড়ে যেতে পারেননি সেরেনাও। ফ্লোরিডাতে এখন উইলিয়ামসদের একাধিক বিলাসবহুল প্রাসাদ। সেরেনার সবচেয়ে পছন্দেরটি পাম বিচ গার্ডেন থেকে মিনিট পনেরো দূরের জুপিটারে। দিদি ভেনাস এখন জুপিটারের একটি বিখ্যাত ইন্টেরিয়র ডিজাইন ফার্মের চিফ এগজিকিউটিভ অফিসার।

ছোটবেলায় বাবা রিচার্ড উইলিয়ামসের সঙ্গে দুই বোন সেরেনা এবং ভেনাস।

সেরেনা, ভেনাসদের মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার উপার্জনের বহু আগে এই পাম বিচ গার্ডেনে দুটো বাচ্চা মেয়ে দিনরাত টেনিস অনুশীলন করত। অন্য বাচ্চারা যখন খেলতে যেত বন্ধুদের সঙ্গে, দুই বোন পড়ে থাকত এই কোর্টে। দিনে, রাতে। থামত না। থামতে দিতেন না তাদের বাবা। থামতে দিলে কি আর টেনিস বিশ্ব দুই মহাতারকাকে কয়েক দশক ধরে চোখ ভরে দেখার সুযোগ পেত?

স্বিয়াটেকের হুঙ্কার।

লড়ে জয় জকোভিচ, স্বিয়াটেকের

আজকালের প্রতিবেদন

ঘাসের কোর্টের গ্র্যান্ড স্লাম উইম্বলডনের দ্বিতীয় দিনে মহিলাদের সিঙ্গলসে অভিযান শুরু করলেন গতবারের চ্যাম্পিয়ন ইগা স্বিয়াটেক। পোল্যান্ডের তৃতীয় বাছাই এই তারকা মঙ্গলবার অল ইংল্যান্ড লন টেনিস অ্যান্ড ক্রোকেট ক্লাবের সেন্টার কোর্টে প্রথম রাউন্ডে কষ্টার্জিত জয় পেলেন অবাছাই আমেরিকান টেলর টাউনসেন্ডের বিরুদ্ধে। ডাবলসে বিশ্বের প্রাক্তন এক নম্বর এবং শেষ তিন বছরে একবার করে উইম্বলডন, অস্ট্রেলিয়ান ওপেন, ফ্রেঞ্চ ওপেনে ডাবলস চ্যাম্পিয়ন টাউনসেন্ড এদিন স্বিয়াটেকের কাছে প্রথম সেট ১–৬ হারলেও পরের সেটেই ঘুরে দাঁড়িয়ে ৬–২ জেতেন। তবে নির্ণায়ক তৃতীয় সেটে স্বিয়াটেক তাঁর সব স্ট্রোক উজাড় করে ৬–৩ গেমে জিতে প্রথম রাউন্ডের বাধা টপকান। অন্যদিকে, সোমবার গভীর রাতে সাতবারের উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন নোভাক জকোভিচ পুরুষ সিঙ্গলসে প্রথম রাউন্ডে এক সেট খুইয়ে শেষমেশ হারিয়েছেন চীনের উ ইবিং–কে। ফল ৬–৪, ৫–৭, ৬–৪, ৬–৪। বুধবার দ্বিতীয় রাউন্ডে জকোভিচের সামনে গ্রিসের স্টেফানোস সিতসিপাস।

ইংল্যান্ডে কঠিন পরীক্ষায় ভারত

আজকালের প্রতিবেদন

আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে অপ্রত্যাশিত ০–২ সিরিজ হার এখনও ভারতীয় শিবিরের অস্বস্তির কারণ। সেই হতাশা ঝেড়ে ফেলেই বুধবার চেস্টার–লে–স্ট্রিটে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টি২০ সিরিজের প্রথম ম্যাচে নামছে শ্রেয়স আয়ারের দল। তবে অভিযান শুরুর আগে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে একজনই— বৈভব সূর্যবংশী।

পনেরোতেই আলোড়ন ফেলেছে এই বাঁহাতি ব্যাটার। অবশেষে আয়ারল্যান্ড সফরে জাতীয় দলে সুযোগ পেলেও এখনও অভিষেকের অপেক্ষায় বৈভব। কিন্তু সঞ্জু স্যামসন ও ঈশান কিষাণের ব্যর্থতার পর ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে বৈভবকে প্রথম একাদশে দেখা গেলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। ভারতের সহকারী কোচ রায়ান টেন দুশখাটে যদিও বলেছেন, অন্যান্য ক্রিকেটারদের মতো বৈভবকেও নিজের সুযোগের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। তবে বৈভব যে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের চ্যালেঞ্জ নেওয়ার জন্য প্রস্তুত, তা–ও স্বীকার করেছেন দুশখাটে।

যদিও বৈভবের অভিষেক হলেই যে ভারতের সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, এমন ভাবার কারণ নেই। বেলফাস্টে দু'টি ম্যাচেই পেস–সহায়ক উইকেটে ভারতীয় ব্যাটারদের দুর্বলতা স্পষ্ট হয়েছে। ইংল্যান্ডে সেই পরীক্ষা আরও কঠিন হতে চলেছে।

জোফ্রা আর্চার, জশ টাংয়ের মতো জোরে বোলারদের বিরুদ্ধে অভিষেক শর্মাদের অনেক বেশি পরিণত ব্যাটিং করতে হবে। রিভারসাইড গ্রাউন্ডও ব্যাটারদের জন্য স্বস্তির নয়। এখানে টি২০ আন্তর্জাতিক ম্যাচে গড় স্কোর মাত্র ১৩৮। তা সত্ত্বেও হ্যারি ব্রুক, জস বাটলার, ফিল সল্টদের নিয়ে যথেষ্ট শক্তিশালী ইংল্যান্ড ব্যাটিং। আয়ারল্যান্ড সিরিজে মাঝের ওভারগুলিতে ভারতীয় বোলারদের যেরকম ছন্নছাড়া লেগেছে, ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে তার খেসারত আরও বড় হতে পারে। তাই নতুন সিরিজের প্রথম ম্যাচেই ঘুরে দাঁড়ানোর চ্যালেঞ্জ শ্রেয়স আয়ারের ভারতের সামনে।

অনুশীলনের ফাঁকে ঈশানের পাশে বৈভব। ছবি: এক্স

আজ

প্রথম টি২০

ভারত বনাম ইংল্যান্ড

(রাত ১০–০০)

সোনি স্পোর্টস

এশিয়ান গেমসেও নেতৃত্ব দেবেন হরমনপ্রীত

আজকালের প্রতিবেদন

মহিলা টি২০ বিশ্বকাপে ধরাশায়ী হয়ে দেশে ফিরছে ভারতীয় দল। এবার তাদের সামনে লক্ষ্য, এশিয়ান গেমসে বিজয়ীর খেতাব ধরে রাখা। আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর–৪ অক্টোবর, জাপানে আয়োজিত হতে চলা এশিয়ান গেমসের জন্য মঙ্গলবার দল ঘোষণা করেছে ভারত। টি২০ বিশ্বকাপে চূড়ান্ত হতাশ করলেও নেতৃত্বে থাকছেন হরমনপ্রীতই।

ভারতীয় মহিলা দল: হরমনপ্রীত কাউর (অধিনায়ক), স্মৃতি মানধানা (সহ অধিনায়ক), শেফালি ভার্মা, জেমাইমা রডরিগেজ, দীপ্তি শর্মা, রিচা ঘোষ, জি কমলিনী, ভারতী ফুলমালি, শ্রী চরণি, রেণুকা সিং ঠাকুর, ক্রান্তি গৌড়, অরুন্ধতী রেড্ডি, শ্রেয়াঙ্কা পাটিল, রাধা যাদব, নন্দনী শর্মা

সামনেই ডুরান্ড কাপ। শহরে প্রতিযোগিতার আয়োজন খতিয়ে দেখতে ভারতীয় সেনা ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী ডাঃ ইন্দ্রনীল খাঁ। মঙ্গলবার নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে।

জার্মানির বিদায় অঘটন নয়

● ১ পাতার পর

গোলের অনেক সুযোগ পেয়েও গোল করতে না পারা এবং বিপক্ষের সেটপিস বা সেটপিস থেকে পরিকল্পিত আক্রমণে গোল হজম করা এখন জার্মানি দলের কাছে নতুন নয়। বিরতির কয়েক মিনিট আগে প্যারাগুয়ের গোলটাও তাই। কর্নার থেকে দ্রুত তৈরি হওয়া আক্রমণে মাতিয়াস গালারজার তোলা বল বক্সে ফাঁকায় দাঁড়িয়ে থাকা জুলিও এনসিসো হেডে জালে পাঠায়। ড্রপ–হেডটা বুঝতেই পারেনি ম্যানুয়েল ন্যুয়ের। বিখ্যাত জার্মান গোলরক্ষক এক যুগ আগে বিশ্বকাপে গোলকিপিংয়ে বিপ্লব আনলেও এখন নিজের ছায়ামাত্র। ফুটবলে 'চ্যাম্পিয়ন'স লাক' বলে যে কথা আছে, সেটাও যেন জার্মানির সঙ্গে ছিল না। নইলে অতিরিক্ত সময়ের প্রথমার্ধে জোনাথন টাহর গোল 'ভার' প্রযুক্তিতে বাতিল হবে কেন! গোলের হেডটা করার আগে প্যারাগুয়ে গোলরক্ষক অরলান্ডো হিলকে অহেতুক ফাউল করা হয়েছে।

টাইব্রেকারে হাভার্ৎজ এবং নিক ভল্টেমেডের পেনাল্টি কিক রুখে ম্যাচের নায়ক হিল। অন্যদিকে, হাভার্ৎজ ম্যাচে জার্মানিকে সমতায় ফেরালেও টাইব্রেকারে প্রথম শট মিস করে এখন নিজের দেশে হয়তো খলনায়ক। তবুও টাইব্রেকারে প্যারাগুয়ের আন্তোনিও সানাব্রিয়া বাইরে মারায় এবং ফাবিয়ান বালবুয়েনার শেষ শট ন্যুয়ের আটকে দেওয়ায় নাটকীয় পেনাল্টি শুট–আউট ষষ্ঠ শটে পৌঁছোয়। সেখানে জার্মানির টাহ বল বারের ওপরে উড়িয়ে দেওয়ার পর হোসে ক্যানালের শট জার্মানির গোলে ঢুকতেই প্যারাগুয়ে তাদের বিশ্বকাপ ইতিহাসে প্রথমবার নকআউট ম্যাচ জিতে শেষ যোলোয় পা রাখে। পাশাপাশি, বিশ্বকাপে এই প্রথম টাইব্রেকারে হারল জার্মানি। তাদের হারটা অঘটন কি না, তর্কসাপেক্ষ। গার্ড মুলারদের দেশকে বিশ্বশক্তি আর বলা যায় কি?

পঞ্জাব নৈশনল বৈংক (भारत सरकार का उपक्रम) pnb punjab national bank (Govt. Of India Undertaking)

সার্কল অফিস: এসএএম– পশ্চিম মেদিনীপুর
বিই–১, বিধান নগর ইস্ট, রেলওয়ে স্টেশন রোড, মেদিনীপুর, পিন–৭২১১০১, পশ্চিমবঙ্গ
ফোন: ৯৭৭১৪ ৯১২০৩
মেল আইডি : copaschimsam@pnb.bank.in

১৭.০৭.২০২৬ তারিখের ই–নিলাম

অ্যানেক্সার–'বি'

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(৬) ও ৯(১)–এর সংস্থানসমূহ–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রির জন্য ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)–এর জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা/ দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত বিবরণযুক্ত এবং সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা **গঠনমূলক/ বাস্তবিক/ প্রতীকী দখল** নেওয়া নিম্নলিখিত স্থাবর সম্পত্তিগুলি সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)–এর থেকে ব্যাঙ্ক/সুরক্ষিত ঋণদাতার পাওনা অর্থাঙ্ক পুনরুদ্ধারের জন্য নীচে লেখা তারিখে **'যেখানে যেমন আছে', 'যা কিছু আছে' এবং 'যেভাবে আছে'** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। নীচের টেবিলে প্রতিটি সম্পত্তির নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্য ও বায়না জমা (ইএমডি) উল্লেখ করা হয়েছে।

সুরক্ষিত পরিসম্পদের বিবরণ

ক্রম নং	শাখার নাম অ্যাকাউন্টের নাম ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের অ্যাকাউন্টের নাম ও ঠিকানা	বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ এবং স্বত্বাধিকারীর নাম [সম্পত্তি(গুলি)র বন্ধকদাতাগণ]	ক) সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩(২) ধারাধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) বকেয়া অর্থাঙ্ক গ) সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩(৪) ধারাধীনে দখলের তারিখ ঘ) দখলের ধরন (প্রতীকী/ বাস্তবিক/ গঠনমূলক)	ক) সংরক্ষণ মূল্য (লক্ষ টাকায়) খ) ইএমডি (লক্ষ টাকায়) গ) বিড বাড়ানোর মূল্য (লক্ষ টাকায়)	ই–নিলামের তারিখ ও সময় সম্পত্তির ওপর সুরক্ষিত ঋণদাতার জানা দায়ের বিবরণ
১.	**জামবনী (সল আইডি: ১০৬২২০)** **মেসার্স সতপথী ক্লথ স্টোর্স প্রোপ্রাইটর: অপূর্ব কুমার সতপথী** **শ্রী অপূর্ব কুমার সতপথী (ঋণগ্রহীতা),** পিতা– অমূল্য রতন সতপথী দুবরা, পোঃ–দুবরা, থানা– জামবনী, জেলা– ঝাড়গ্রাম, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭২১৫০৫ **শ্রীমতী নিবেদিতা সতপথী (বন্ধকদাতা),** স্বামী– অপূর্ব কুমার সতপথী দুবরা, পোঃ–দুবরা, থানা– জামবনী, জেলা– ঝাড়গ্রাম, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭২১৫০৫ **মিঃ রুদ্রপ্রতাপ সতপথী (বন্ধকদাতা),** পিতা– অপূর্ব কুমার সতপথী দুবরা, পোঃ–দুবরা, থানা– জামবনী, জেলা– ঝাড়গ্রাম, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭২১৫০৫ **অ্যাকাউন্ট নং: ১০৬২২১০০৩১২৫৯**	নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণের সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: জেলা– পশ্চিম মেদিনীপুর (বর্তমানে ঝাড়গ্রাম), থানা– জামবনী, মৌজা– জামবনী, জে এল নং ১৯৪, আর এস খতিয়ান নং ৮২ (পরচা খতিয়ান নং ১৩১), পরিমার্জিত এল আর খতিয়ান নং ৩৭০, ৩৭১, প্লট নং ১৯০, জমির পরিমাপ– ০.০৪ একর, প্রকৃতি– বাস্তু (কনভার্সন সার্টিফিকেট মোতাবেক)। ১৮.০২.২০২৩ তারিখের দান দলিল নং I–০৩৩০ অনুযায়ী। **সম্পত্তির স্বত্বধারক: (১) শ্রীমতী নিবেদিতা সতপথী (ষড়ঙ্গী),** স্বামী– অপূর্ব কুমার সতপথী; **(২) মিঃ রুদ্রপ্রতাপ সতপথী,** পিতা– অপূর্ব কুমার সতপথী। **সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:** উত্তর– প্লট নং ১৯০; দক্ষিণ– প্লট নং ১৯০; পূর্ব– প্লট নং ১৯০; পশ্চিম– রাস্তা। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]**	ক) ২১.১১.২০২৫ খ) ₹১৪,০৮,৮৭৬.০২ (চোদ্দ লক্ষ আট হাজার আটশো ছিয়াত্তর টাকা এবং দুই পয়সা মাত্র) + আদায়ীকৃত অর্থাঙ্ক বাদে ০১.০৫.২০২১ থেকে উদ্ভূত সুদ ও পেনাল চার্জ গ) ০৯.০২.২০২৬ ঘ) প্রতীকী দখলাধীন	ক) ₹৩৪,৮৪,১৬০.০০ খ) ₹৩.৪৯ লক্ষ গ) ₹০.০২ লক্ষ	১৭.০৭.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে ডিআরটি–II, কলকাতা সমীপে এসএ নং ৩৪৩/২০২৬ মীমাংসাধীন
২.	**মেদিনীপুর (সল আইডি: ০১৮০২০)** **রিয়াজুল মল্লিক,** পিতা– গোলাম নবি মল্লিক **রিয়াজুল মল্লিক (ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতা)** পিতা– গোলাম নবি মল্লিক **সেলিমা খাতুন (সহ–ঋণগ্রহীতা)** স্বামী– রিয়াজুল মল্লিক **উভয়ের ঠিকানা:** গোপীনাথবাটি, পোঃঅঃ– কলাগ্রাম, থানা– কেশপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন–৭২১১৫০ **অ্যাকাউন্ট নম্বর ০১৮০২০এনসি০০০০০০৩৫ এবং ০১৮০২০এনসি০০০০০২৫৭**	নিম্নোক্ত জমি ও বাড়ির সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– গোপীনাথবাটি, জে এল নং ২৮৯, এল আর খতিয়ান নং ৪০৯, এল আর প্লট নং ১২২, মোট জমি ৩ ডেসিমেল, থানা– কেশপুর, এডিএসআর– আনন্দপুর, জেলা– পশ্চিম মেদিনীপুর। ১৯.০২.২০২০ তারিখের দলিল নং I–০৫৮২ অনুযায়ী **সম্পত্তির স্বত্বধারক শ্রী রিয়াজুল মল্লিক। চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:** উত্তর– আবজল মল্লিকের ফাঁকা জমি; দক্ষিণ– রাস্তা; পূর্ব– গোলাম নবি মল্লিকের জমি; পশ্চিম– গোলাম নবি মল্লিকের জমি। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]**	ক) ৩০.০৭.২০২৫ খ) ₹১৩,৪৯,১৭৮.৬২ (তেরো লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার একশো আটাত্তর টাকা এবং বাষট্টি পয়সা মাত্র) + ৩০.০৬.২০২৫ থেকে আদায়ীকৃত অর্থাঙ্ক বাদে থেকে সুদ, পেনাল চার্জ ও অন্যান্য খরচাপাতি গ) ১২.১১.২০২৫ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ₹১৮,৪৭,০০০.০০ খ) ₹১.৮৫ লক্ষ গ) ₹০.০২ লক্ষ	১৭.০৭.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে ব্যাঙ্কের জানা নেই
৩.	**মেদিনীপুর (সল আইডি: ০৩৫০০০)** **রীতেশ দাস দোলা দাস** **রীতেশ দাস,** পিতা– বিশ্বনাথ দাস **শ্রীমতী দোলা দাস,** স্বামী– শ্রী রীতেশ দাস **মাস্টার সার্থক দাস** **সকলের ঠিকানা:** বক্সীবাজার, পোঃঅঃ– মেদিনীপুর, থানা– কোতোয়ালি, জেলা– পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭২১১০১ **অ্যাকাউন্ট নং: ০৩৫০০০এনসি০০৩৩৩২১৫ (টি/এল) এবং ০৩৫০০০এনসি০০৩৩৩০৪৮ (টি/এল)**	সামান্য কমবেশি ০.০০৪৭৪ একর জমির অবিভক্ত সমানুপাতিক অংশ পরিমাণ সমেত এই জমিতে নির্মিত 'মা বাসন্তী আবাসন' নামক জি+৪ তলবিশিষ্ট বিল্ডিং/ অ্যাপার্টমেন্টের ৪ নং ফ্লোরে সামান্য কমবেশি ৬১৭ বর্গফুট কভার্ড এরিয়া এবং ৭৪০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট আবাসিক ফ্ল্যাট নং 'ডি'–এর অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– বিবিগঞ্জ, জে এল নং ১৮০, আর এস প্লট নং ১৮৩১ (অংশ), ১৮৩২/২৬২৬ (অংশ), এল আর প্লট নং ২৫১৬ (অংশ), ২৫২০ (অংশ) ও ২৫২২ (অংশ), ০৯.০৭.২০১৮ তারিখের বিক্রয় দলিল নং ২১৭৪ অনুযায়ী **সম্পত্তির যৌথ স্বত্বাধিকারী রীতেশ দাস,** পিতা– বিশ্বনাথ দাস এবং **শ্রীমতী দোলা দাস,** স্বামী– রীতেশ দাস। **সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:** উত্তর– শ্রী মনোরঞ্জন পাইনের দোতলা বাড়ি এবং যৌথ ব্যবহার্য সিঁড়ি ও লিফ্ট; দক্ষিণ– ফ্ল্যাট নং 'সি'; পূর্ব– রাস্তা; পশ্চিম– ভোলা আঢ্যের দোতলা বাড়ি। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]**	ক) ৩১.১০.২০২৩ খ) ₹২৬,০১,৫৪৫.৬০ (ছাব্বিশ লক্ষ এক হাজার পাঁচশো পঁয়তাল্লিশ টাকা এবং ষাট পয়সা মাত্র), তৎসহ ৩১.০৭.২০২৩ থেকে আদায়ীকৃত অর্থাঙ্ক বাদে উদ্ভূত সুদ ও অন্যান্য চার্জ গ) ১৭.০৫.২০২৪ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ₹১৯.৯১,০০০.০০ খ) ₹১.৯৯ লক্ষ গ) ₹০.০২ লক্ষ	১৭.০৭.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে ব্যাঙ্কের জানা নেই
৪.	**মেদিনীপুর (সল আইডি: ০৩৫০০০)** **মিঃ আসফাক শেখ** **মিঃ আসফাক শেখ** পিতা– প্রয়াত শেখ আব্দুল মান্নান নিবাস : মিয়াঁ বাজার, পাঠান মহল্লা, মেদিনীপুর, জেলা– পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন– ৭২১১০১ **জামিনদার: মিসেস নিলোফার বেগম,** স্বামী– মিঃ আসফাক শেখ নিবাস : মিয়াঁ বাজার, পাঠান মহল্লা, মেদিনীপুর, জেলা– পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন– ৭২১১০১ **অ্যাকাউন্ট নং: ০৬৭৪৭০১১০০০৯৭৪(টিএল)**	নিম্নোক্ত সম্পত্তির সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: আর এস প্লট নং ৬৪৯ ও ৬৫০, এল আর প্লট নং ১০৮২ ও ১০৮৪, সাব প্লট নং 'সি', জে এল নং ১৭৩, আর এস খতিয়ান নং ৫৭৭, এল আর খতিয়ান নং ২৪৫, পরিবর্তিত এল আর খতিয়ান নং ৪৫৩৬, মৌজা– মিয়াঁ বাজার, থানা– মেদিনীপুর, জেলা– পশ্চিম মেদিনীপুর। সম্পত্তিটি এডিএসআর অফিস– মেদিনীপুর সমীপে রেজিস্টার্ড ০৬.১২.২০১৯ তারিখের দান দলিল নং ৫০৩০/২০১৯ অনুসারে **মিঃ আসফাক শেখ,** পিতা– প্রয়াত শেখ আব্দুল মান্নান এবং **মিসেস নিলোফার বেগম,** স্বামী– **মিঃ আসফাক শেখ–এর নামে। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:** উত্তর– সাব প্লট নং 'ডি' ও 'বি'; দক্ষিণ– শেখ মেহতাব; পূর্ব– আর এস প্লট নং ৬৫১; পশ্চিম– ১৫ ফুট চওড়া রাস্তা। **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]**	ক) ০৫.০৬.২০২১ খ) ₹৮,৫৯,৭১০.০০ (আট লক্ষ উনষাট হাজার সাতশো দশ টাকা মাত্র) + আদায়ীকৃত অর্থাঙ্ক বাদে ০১.০৫.২০২১ থেকে সুদ ও অন্যান্য চার্জ গ) ০১.১০.২০২১ ঘ) প্রতীকী দখলাধীন	ক) ₹১৫.৯৮,০০০.০০ খ) ₹১.৫৯ লক্ষ গ) ₹০.০২ লক্ষ	১৭.০৭.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে ব্যাঙ্কের জানা নেই

–: ই–নিলাম বিক্রির শর্ত ও নিয়মাবলি :–

এই বিক্রয় সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–তে নির্ধারিত শর্ত ও নিয়মাবলির পাশাপাশি নিম্নলিখিত অতিরিক্ত শর্তসাপেক্ষে আয়োজিত হবে:

১. এই বিক্রয় সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–তে নির্ধারিত শর্ত ও নিয়মাবলির পাশাপাশি নিম্নলিখিত অতিরিক্ত শর্তসাপেক্ষে আয়োজিত হবে এবং এই নিলাম **'অনলাইন ই–নিলাম'** পদ্ধতিতে **https://baanknet.com** পোর্টালের মাধ্যমে আয়োজিত হবে।

২. আগ্রহী বিডারগণ/ক্রেতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে যাতে তাঁরা নিজেদের মোবাইল নম্বর এবং ই–মেল আইডি ব্যবহার করে **https://baanknet.com** পোর্টালে রেজিস্টার করেন। ই–কেওয়াইসির কাজটি ডিজিলকারের মাধ্যমে করতে হবে। ই–কেওয়াইসি হয়ে গেলে আগ্রহী বিডার/ক্রেতারা প্রয়োজনীয় ইএমডি অর্থাঙ্ক চালান মোডের জন্য অনলাইন পেমেন্ট কাজে লাগিয়ে তাঁদের ই–ওয়ালেটে স্থানান্তর করে দেবেন। ইএমডি জমার শেষ তারিখ ও সময়ের আগেই ওই পোর্টালে সম্পত্তির সঙ্গে ইএমডি অর্থাঙ্ক যুক্ত হতে হবে। ইএমডি জমা শেষের তারিখ ও সময়/ নিলামের আগে যথেষ্ট সময় হাতে থাকতেই রেজিস্ট্রেশন, ই–কেওয়াইসি যাচাই, ওয়ালেটে ইএমডি স্থানান্তর ইত্যাদি কার্যাবলি সম্পন্ন করে রাখতে হবে।

৩. ওপরে উল্লিখিত বায়না জমা (ইএমডি) অর্থাঙ্ক ই–ওয়ালেটে জমা দেওয়ার পরে তা সম্পত্তির সঙ্গে অবশ্যই যুক্ত করতে হবে। ইএমডি জমার শেষ তারিখ ও সময়ের আগে যে বিডার অনলাইনে প্রয়োজনীয় ইএমডি যুক্ত করবেন না, তাঁকে ই–নিলামে অংশ নিতে দেওয়া হবে না। বায়না জমার ওপর কোনও সুদ দেওয়া হবে না।

৪. ই–নিলামের প্ল্যাটফর্ম **(https://baanknet.com)** দেবে ই–অকশন সার্ভিস প্রোভাইডার **মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ,** রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা: ইউনিট ১, থার্ড ফ্লোর, ভিআইওএস কমার্শিয়াল টাওয়ার, ওয়াডালা ট্রাক টার্মিনালের কাছে, ওয়াডালা ইস্ট, মুম্বই–৪০০০৩৭ **(যোগাযোগের ফোন নম্বর ও টোল ফ্রি নম্বর: +৯১–৮২৯১২২০২২০, ই–মেল আইডি: support.BAANKNET@psballiance.com)।** ই–অকশন সার্ভিস প্রোভাইডারের **https://baanknet.com** ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আগ্রহী বিডারগণ/ক্রেতাগণ ই–নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারবেন। ই–নিলামের প্রশিক্ষণ/প্রদর্শন এই পোর্টালেই এই সার্ভিস প্রোভাইডার দেবে।

৫. বিক্রির সাধারণ শর্ত ও নিয়মাবলি সংবলিত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি নিম্নলিখিত ওয়েবসাইট/ওয়েব পেজ পোর্টালে দেওয়া আছে: **(১) https://baanknet.com; (২) www.pnbindia.in।**

৬. ই–নিলামে অংশ নিতে আগ্রহীরা বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির কপি, ই–নিলামের শর্ত ও নিয়মাবলি, এই ই–নিলামের অপারেশনাল পার্টের হেল্প ম্যানুয়াল ইত্যাদি নথিগুলি **https://baanknet.com** পোর্টাল থেকে বিনামূল্যে ডাউনলোড করে নিতে পারেন।

৭. বিডিংয়ের সময় বিডারের গ্লোবাল ওয়ালেটে যথেষ্ট ব্যালান্স (ইএমডি অর্থাঙ্কের সমান বা বেশি) থাকতেই হবে।

৮. ই–নিলামের সময় বিডাররা আপসমূলক বিডিংয়ে ওপরে সংশ্লিষ্ট ক্রমের পাশে উল্লিখিত সর্বশেষ বিড অর্থাঙ্ক অপেক্ষা বেশি মূল্যের বিড দিতে অনুমতি পাবেন এবং সর্বশেষ সর্বাধিক বিডারের পেশ করা দরের ওপর উপরিলিখিত বিড বিবর্ধন অর্থাঙ্কের গুণিতকে পরবর্তী উচ্চতর বিড পেশ করতে হবে। পরবর্তী উচ্চতর বিড দাখিলের জন্য দশ মিনিট সময় বরাদ্দ হবে এবং সর্বাধিক বিড জমা পড়ার পরবর্তী দশ মিনিটের মধ্যে আর কোনও উচ্চতর বিড জমা না পড়লে ই–নিলাম বন্ধ হয়ে যাবে।

৯. এই বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি, ই–নিলামের শর্ত ও নিয়মাবলি, ই–নিলামের অপারেশনাল পার্ট ভাল করে পড়ে নেওয়ার দায়িত্ব আগ্রহী বিডার(গণ)–এর এবং তাঁদের এগুলি কঠোরভাবে মেনে চলতে বলা হচ্ছে।

১০. ই–নিলাম চলাকালীন কোনও সহায়তার দরকার হলে কিংবা কোনও সমস্যায় পড়লে আমাদের ই–অকশন সার্ভিস প্রোভাইডার **মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ**–এর অনুমোদিত প্রতিনিধির সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে, যার বিশদ তথ্যাবলি BAANKNET পোর্টালে **(https://baanknet.com)** দেওয়া আছে।

১১. অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা ই–নিলাম চূড়ান্ত হওয়ার পর কেবলমাত্র সফল বিডারকে উপরিলিখিত আমাদের ই–অকশন সার্ভিস প্রোভাইডার দ্বারা এসএমএস/ই–মেলের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে (সার্ভিস প্রোভাইডারের কাছে সংশ্লিষ্ট বিডারের তরফে দেওয়া রেজিস্টার্ড মোবাইল নম্বর/ই–মেল ঠিকানায়)।

১২. নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্যের কমে সুরক্ষিত পরিসম্পদ বিক্রি করা হবে না।

১৩. সফল বিডারকে ইতিমধ্যে জমাকৃত ইএমডি অর্থাঙ্ক সমন্বয় করে বিড অর্থাঙ্কের ২৫% (পঁচিশ শতাংশ) একই দিনে অথবা পরবর্তী কাজের দিনের মধ্যে এবং বাকি অর্থাঙ্ক নিলামের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে **'The Authorised Officer, Punjab National Bank,** A/c (অ্যাকাউন্টের নাম)'–এর অনুকূলে কোনও তফসিলভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক থেকে ....–তে প্রদেয় (স্থানের নাম লিখতে হবে) ব্যাঙ্কারস চেক/ ডিমান্ড ড্রাফ্টরূপে জমা দিতে হবে। ওপরে নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে এই অর্থাঙ্ক জমা দিতে ব্যর্থ হলে, সফল বিডার দ্বারা জমাকৃত যাবতীয় অর্থাঙ্ক এই ব্যাঙ্ক বাজেয়াপ্ত করবে এবং এই সম্পত্তি পুনরায় নিলাম/বিক্রি করার অধিকার অনুমোদিত আধিকারিকের থাকবে এবং এমন ক্ষেত্রে খেলাপকারী ক্রেতা ওই সম্পত্তি কিংবা সম্পত্তির বিক্রয়মূল্যের ওপর কোনও দাবি জানাতে পারবেন না।

১৪. সফল বিডার দ্বারা এই ব্যাঙ্ককে প্রদেয় বিক্রয়মূল্য ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্ট, ১৯৬১–এর ১৯৪–১এ ধারাধীনে টিডিএস সাপেক্ষ হবে এবং বিড অর্থাঙ্কের বাকি ৭৫% বা পুরো জমারাশি আদায় দেওয়ার সময় সফল ক্রেতাকে টিডিএস বাবদ অর্থাঙ্ক জমা দিতে হবে।

১৫. অনুমোদিত আধিকারিক সর্বাধিক বিড এবং/বা যে কোনও বিড গ্রহণে বাধ্য নন এবং কোনও কারণ না দেখিয়ে যে কোনও বা সমস্ত বিড বাতিল করা, এমনকি এই বিক্রির শর্তাবলি বদলানো, সংশোধন, বাতিল করার অধিকার সম্পূর্ণত বহাল রাখেন।

১৬. পুরো অর্থাঙ্ক বুঝে পাওয়ার পর উক্ত অ্যাক্টের সংস্থান অনুযায়ী সফল বিডারের অনুকূলে বিক্রয় সার্টিফিকেট ইস্যু করা হবে।

১৭. **'যেখানে যেমন আছে', 'যেভাবে আছে', 'যা কিছু আছে'** ভিত্তিতে সম্পত্তিগুলি বিক্রি হবে।

১৮. ওপরের তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তির বিবরণ অনুমোদিত আধিকারিক/ এই ব্যাঙ্কের সর্বশেষ জ্ঞান ও তথ্যানুসারের ভিত্তিতে উল্লিখিত। ঘোষণাপত্রে কোনও ভুল, অনুল্লেখ বা ত্রুটির জন্য অনুমোদিত আধিকারিক/ এই ব্যাঙ্ক জবাবদিহি করতে দায়বদ্ধ থাকবে না।

১৯. নিজেদের বিড জমা দেওয়ার আগে নিলামে তোলা পরিসম্পদ ও তার স্পেসিফিকেশন খতিয়ে দেখে নিঃসন্দেহ হয়ে নেওয়ার দায়িত্ব বিডারদের ওপরই বর্তাবে। প্রদত্ত তথ্যাবলি অনুযায়ী সম্পত্তি পরিদর্শনের জন্য বিডাররা ডিলিং অফিশিয়ালের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।

২০. রেজিস্ট্রেশন চার্জ, স্ট্যাম্প ডিউটি, কর ইত্যাদি সমেত যাবতীয় বিধিবদ্ধ বকেয়া/ অ্যাটেন্ড্যান্ট চার্জ/ অন্যান্য বকেয়া ক্রেতাকেই বহন করতে হবে।

২১. সরকার বা অন্য কোনও পক্ষের কাছে নিলাম হতে চলা সম্পত্তির ওপর ব্যাঙ্ক অবগত নয় এমন যে কোনও প্রকারের চার্জ, লিয়েন, দায় বা অন্য কোনও বকেয়ার জন্য অনুমোদিত আধিকারিক বা এই ব্যাঙ্ক দায়ী থাকবে না। সম্পত্তি সংক্রান্ত বিধিবদ্ধ দায়, বকেয়া সম্পত্তি কর, বকেয়া বিদ্যুৎ বিল ইত্যাদি সম্পর্কে স্বাধীনভাবে নিজস্ব অনুসন্ধান করে জেনে নেওয়ার জন্য আগ্রহী দরদাতাদের প্রতি পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

২২. যথাযথ ইন্টারনেট সংযোগ, পাওয়ার ব্যাক আপ ইত্যাদির মতো ব্যাপারগুলি বিডারদের নিজেদেরই নিশ্চিত করে নিতে হবে। ইন্টারনেট ফেলিওর, পাওয়ার ফেলিওর বা টেকনিক্যাল কোনও কারণ বা ই–নিলামকে প্রভাবিত করতে পারে এমন কোনও কারণ/পরিস্থিতির জন্য এই ব্যাঙ্ক দায়ী থাকবে না।

২৩. প্রতিনিধি নিয়োগ করা এবং নিজেদের তরফে নিলামে অংশ নেওয়ার অধিকার এই ব্যাঙ্কের থাকবে।

২৪. বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য অনুগ্রহ করে **https://baanknet.com এবং www.pnbindia.in** ওয়েবসাইট দেখুন।

তারিখ: ০১.০৭.২০২৬
স্থান: পশ্চিম মেদিনীপুর

স্বাঃ– মহঃ ওয়েইজ আনসারি, অনুমোদিত আধিকারিক
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক